বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ

মহাপরিচালক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ

এবং

সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)

১ জুলাই ২০১৬- ৩০ জুন ২০১৭

বিজিবি'র কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
(Overview of the Performance of BGB)

সাম্প্রতিক বছরসমূহের প্রধান অর্জনসমূহ:

জনগনের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান এবং দেশের আইন-শৃংখলা রক্ষা ও নিয়ন্ত্রণকল্পে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত নীতি নির্ধারণ ও বিধি বিধান অনুযায়ী বিজিবি সর্বদাই দায়িত্ব পালন করে আসছে। এই বাহিনী সীমান্ত রক্ষা ছাড়াও চোরাচালান, নারী ও শিশু এবং মাদকদ্রব্য পাচার সংক্রান্ত অন্যান্য আন্তঃরাষ্ট্র সীমান্ত অপরাধ দমন, প্রত্যক্ষভাবে অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা এবং সরকার কর্তৃক অর্পিত যেকোন দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করে আসছে। এছাড়া ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন ২০১৬ এ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে বিজিবি নিয়োজিত থেকে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করছে। এতে জনগণের আস্থা ও প্রশংসা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে বিজিবি। দেশের সার্বভৌমত্ব এবং জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার্থে অন্যান্য বাহিনীর ন্যায় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর আধুনিকায়ন এবং উহার তড়িৎ কার্যপোযুক্ততা অপরিহার্য। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ ভারত সীমান্তে ফেব্রুয়ারি ২০১৫ পর্যন্ত সময়কালে ১৬টি বিওপি স্থাপনের ফলে ১১০ কিঃ মিঃ (ভারতের সাথে ৬০ এবং মিয়ানমারের সাথে ৫০ কিঃ মিঃ) অরক্ষিত এলাকা সুরক্ষিত হয়েছে। পরবর্তীতে ফেব্রুয়ারি ২০১৬ পর্যন্ত সময়কালে ১৭টি বিওপি স্থাপন করায় আরও ১১০ কিঃ মিঃ (ভারতের সাথে ৬৫ এবং মিয়ানমারের সাথে ৫০ কিঃ মিঃ) অরক্ষিত এলাকা সুরক্ষিত হয়েছে। ২০১৫ সালে ৮৭তম ব্যাচে সিপাহী জিডি পদে ১৭৩০ জন এবং বিভিন্ন অসামরিক পদে ২২০ জন ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। ভর্তিকৃত সৈনিক এবং অসামরিক কর্মচারীদের মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান পূর্বক বিভিন্ন ইউনিটে বদলী করা হয়েছে। ২০১৬ সালে ৮৮তম ব্যাচে সিপাহী (জিডি) পদে ৯৮ জন পোশাকধারী মহিলা সৈনিক ভর্তি করা হয়েছে যাদের মৌলিক প্রশিক্ষণ আগামী ০৬ জুন ২০১৬ তারিখে সম্পন্ন হবে। মৌলিক প্রশিক্ষণ শেষে মেধা/যোগ্যতা অনুসারে মহিলা সৈনিকদেরকে বিভিন্ন ট্রেডে নিয়োগ প্রদান করা হবে। বিজিবি সদস্যদের জন্য সেনাবাহিনীর ন্যায় কল্যাণমুখী ''বিজিবি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট'' গঠন করা হয়েছে যার অধীনে Income Generating বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন ঃ সীমান্ত ব্যাংক, বিজিবি পাওয়ার কোম্পানী লিমিটেড, সীমান্ত সম্ভার মার্কেট, কক্সবাজার বিজিবি হোটেল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহ প্রতিষ্ঠিত হলে লভ্যাংশের সমুদয় অর্থ কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত বিজিবি সদস্য, নির্ভরশীলগণ, দুঃস্থ মুক্তিযোদ্ধা বিজিবি সদস্য ও পরিবারবর্গের নানামূখী কল্যাণ কার্যক্রম, যেমনঃ সহজ শর্তে ঋণ প্রদান, পেনশন স্কীম, গৃহনির্মাণ ঋণ, দূরারোগ্য রোগের জন্য দেশী ও বৈদেশিক চিকিৎসা সহায়তা, বিবাহ ঋণ, কৃষি ঋণ, একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প ঋণ ইত্যাদি সহায়তা প্রদান করা হবে। বিজিবি'র ৬,৬১৬ (ছয় হাজার ছয়শত ষোল) জন সদস্যকে Border Control Management (BCM) প্রশিক্ষণ এবং ৮০০ জন সদস্যকে গোয়েন্দা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর ১টি রিজিয়ন সদর, ৬টি সেক্টর সদর দপ্তর এবং ২৮টি ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তর সমূহে ভূ-গর্ভস্থ অপটিক্যাল ফাইবার কানেকটিভিটি প্রদান করতঃ আইসিটি সুবিধাদি সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ৩টি বিজিবি হাসপাতাল (ঠাকুরগাঁও, খাগড়াছড়ি ও চুয়াডাঙ্গা) স্থাপন প্রকল্পের অধীনে হাসপাতাল ০৩টি গত ২০ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক শুভ উদ্বোধন করা হয়। উক্ত হাসপাতাল সমূহে বিজিবি সদস্য ও স্থানীয় জনসাধারণকে (২০%) সীমিত আকারে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া Tele Medicine এর আওতায় Video Conference এর মাধ্যমে বর্ডার গার্ড হাসপাতাল, ঢাকার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক কর্তৃক বিজিবি সদস্যদেরকে Teleconsultancy চিকিৎসা সেবা এবং মোবাইলবেজড টেলিকনসালটেশন সাপোর্ট প্রোগ্রাম চালু করা হয়েছে। বিজিবি'র গোয়েন্দা কার্যক্রমকে গতিশীল ও কার্যকরী করার লক্ষ্যে ০৩ স্তর বিশিষ্ট গোয়েন্দা কাঠামো তৈরী করা হয়েছে।

সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ:

বিজিবি'র উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের উল্লেখযোগ্য প্রতিবন্ধকতার মধ্যে প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব, নতুন ব্যাটালিয়ন এবং বিওপি স্থাপনে জমির অপ্রতুলতা, ভূমি অধিগ্রহণে জটিলতা ও আর্থিক সীমাবদ্ধতা অন্যতম।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা:

সমগ্র বাংলাদেশে সর্বমোট ৫৩৯ কিঃ মিঃ সীমান্ত অরক্ষিত ছিল। তন্মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে ৪৭৯ কিঃমিঃ এবং সুন্দরবন এলাকায় ৬০ কিঃমিঃ। পাবর্ত্য চট্টগ্রামের ৪৭৯ কিঃ মিঃ অরক্ষিত সীমান্ত সুরক্ষা এবং বিওপি সমূহের মধ্যবর্তী দূরত্ব কমানোর লক্ষ্যে ৯৭টি নতুন বিওপি নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ ভারত সীমান্তে ফেব্রুয়ারি ২০১৫ পর্যন্ত সময়কালে ১৬টি বিওপি স্থাপনের ফলে ১১০ কিঃ মিঃ (ভারতের সাথে ৬০ এবং মিয়ানমারের সাথে ৫০ কিঃ মিঃ) অরক্ষিত এলাকা সুরক্ষিত হয়েছে। পরবর্তীতে ফেব্রুয়ারি ২০১৬ পর্যন্ত সময়কালে ১৭টি বিওপি স্থাপন করা হয় যার ফলে আরও ১১০ কিঃ মিঃ (ভারতের সাথে ৬৫ এবং মিয়ানমারের সাথে ৫০ কিঃ মিঃ) অরক্ষিত এলাকা সুরক্ষিত হয়েছে। পরবর্তীতে ফেব্রুয়ারি ২০১৬ পর্যন্ত ২২টি

বিওপি স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উক্ত বিওপিসমূহ স্থাপন কার্য শেষ হলে ১৫০ কিঃ মিঃ (ভারতের সাথে ১১৮ এবং মায়ানমারের সাথে ৩২ কিঃ মিঃ) এলাকা সুরক্ষিত হবে। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ভারত ও মায়ানমারের সীমান্তে ১৮টি বিওপি নির্মাণের মাধ্যমে ১০৯ কিঃ মিঃ, সুন্দরবন এলাকায় একটি ০২টি ভাসমান বিওপি স্থাপনের মাধ্যমে ৬০ কিঃ মিঃ সহ মোট ১৬৯ কিঃ মিঃ অরক্ষিত সীমান্ত সুরক্ষার আওতায় আনা হবে এবং এ সকল বিওপি নির্মাণ করা হলে স্থল সীমান্তে কোন অরক্ষিত সীমানা থাকবে না। সীমান্ত ব্যবস্থাপনা সমন্বিত করণের জন্য ৯৩৫ কিঃ মিঃ বর্ডার রিং রোড নির্মাণ করার পরিকল্পনা ধারাবাহিকভাবে নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তে ২৮৫ কিঃ মিঃ কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ১ম ধাপে শাহপরীর দ্বীপ থেকে ঘুনধুম পর্যন্ত ৬৩.০৩ কিঃ মিঃ কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ করা হবে। সীমান্ত রক্ষাকল্পে বিজিবি'র ০২(দুই)টি নতুন ব্যাটালিয়ন স্থাপন, বর্ডার রোড নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ধারাবাহিকভাবে ০২টি ইঞ্জিনিয়ারিং কনস্ট্রাকশন ব্যাটালিয়ন সৃজন, নিজস্ব এয়ার উইং সৃজনের কার্যক্রম গ্রহণ, ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ১ম ধাপে বিভিন্ন ট্রেডে ৪৮০ জন পুরুষ এবং ১০০ জন পোশাকধারী মহিলা সৈনিক ভর্তির কাজ চলমান রয়েছে ও ২য় ধাপে শূণ্য আসনের অনুকূলে সিপাহী (জিডি) পদে আনুমানিক ৩৫০ জন পোশাকধারী সৈনিক ভর্তি করা হবে এবং সীমান্ত রক্ষাকল্পে বিজিবি'র ০৫ (পাঁচ) হাজার সদস্যদেরকে Border Control Management (BCM) প্রশিক্ষণ দেয়া, ৬৫০ জন বিজিবি সদস্যকে গোয়েন্দা প্রশিক্ষণ প্রদান, যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ রুপকল্পের আওতায় প্রতিটি ব্যাটালিয়নকে ফাইভার অপটিক্যাল নেটওয়ার্কের আওতায় আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বর্ডার গার্ড হাসপাতাল ঢাকায় উন্নত চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে একটি Coronary Care Unit (CCU) **নির্মাণাধীন রয়েছে এবং তা চালু হলে বিজিবি'র চিকিৎসার মান উন্নত হবে। ''অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয়ের মাধ্যমে সীমান্ত নিরাপত্তা শক্তিশালীকরণ''** শীর্ষক প্রকল্প গঠন করা হবে। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর ০৭ (সাত) টি বিধিমালা প্রণয়ন, মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে পিলখানা হত্যা সংক্রান্ত চলমান ডেথ রেফারেন্স/আপীল মামলা নিষ্পত্তিকরণ, বিডিআর বিদ্রোহজনিত ঘটনার প্রেক্ষিতে চলমান বিস্ফোরক মামলার নিষ্পত্তিকরণ, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর বিভিন্ন ট্রেডে সৈনিক ও অসামরিক কর্মচারী পদে লোক ভর্তি এবং মেডিক্যাল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেডে মহিলা সৈনিক ভর্তির কার্যক্রম চলছে।

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ:

- সুন্দরবন এলাকায় ১টি ভাসমান বিওপি স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হবে যাতে অন্তত ৩০ কিঃ মিঃ অরক্ষিত জলসীমানা সুরক্ষার আওতায় আনা হবে।
- ভারত ও মায়ানমারের সীমান্তে ১৮টি বিওপি নির্মাণের মাধ্যমে ১০৯ কিঃমিঃ অরক্ষিত সীমান্ত সুরক্ষার আওতায় আনা হবে।
- বাংলাদেশ-মায়ানমার সীমান্তে ২৮৫ কিঃ মিঃ কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ১ম ধাপে শাহপরীর দ্বীপ থেকে গুনধুম পর্যন্ত ৬৩.০৩ কিঃ মিঃ কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ করা হবে।
- বিজিবি'র ২টি নতুন ব্যাটালিয়ন স্থাপন করা হবে (কুমিল্লা ও রংপুর সেক্টরের অধীনে)।
- বিজিবি'র নিজস্ব এয়ার উইং সৃজনের কার্যক্রম চলমান থাকবে (বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য অপেক্ষামান আছে)।
- 'সীমান্ত এলাকায় বিজিবি'র ৬০টি বিওপি নির্মাণ' প্রকল্পের আওতায় চলতি অর্থ বছরে অবশিষ্ট ২০ টি বিওপি'র নির্মাণ কাজ সম্পন্নের মাধ্যমে মোট ৬০টি বিওপি'র নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হবে।
- 'বিজিবি সদর দপ্তরে জেসিও ও অন্যান্য পদবীধারীদের জন্য ০২টি ১৫ তলা বিশিষ্ট আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্পটি চলতি অর্থ বছরে শুরু করে আগামী অর্থ বছরে নির্মাণ সম্পন্ন করা হবে।
- বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর বিভিন্ন সেক্টর/ব্যাটালিয়নে ১০টি ম্যাগাজিন বিল্ডিং এবং ০৭টি কোয়ার্টার গার্ড পর্যায়ক্রমে নির্মাণ করা হবে।
- যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ রুপকল্পের আওতায় প্রতিটি বিজিবি ইউনিটকে ফাইবার অপটিক্যাল নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হবে।
- **''অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয়ের মাধ্যমে সীমান্ত নিরাপত্তা শক্তিশালীকরণ''** শীর্ষক প্রকল্প গঠন করা হবে।
- বিজিবি'র ০৫ (পাঁচ) হাজার সদস্যদেরকে Border Control Management (BCM) প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ৬৫০ জন বিজিবি সদস্যকে গোয়েন্দা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।
- বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর বিভিন্ন ট্রেডে ১ম ধাপে ২০১৬ সালে ৫৮০ জন সৈনিক (পুরুষ-৪৮০ ও মহিলা-১০০) এবং ১৫৩ জন অসামরিক কর্মচারী নিয়োগের কার্যক্রম চলমান এবং ২য় ধাপে শূণ্য আসনের অনুকূলে সিপাহী (জিডি) পদে আনুমানিক ৩৫০ জন পোশাকধারী সৈনিক ভর্তি করা হবে।

উপক্রমনিকা (Preamble)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসেবে সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

এবং

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়য়ের অধীনে নিয়োজিত মহাপরিচালক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর মধ্যে ২০১৬ সালের ..... মাসের ..... তারিখে এই বার্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর বার্ষিক কার্যসম্পাদন-২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হল ঃ

সেকশন-১

বিজিবি'র রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission) , কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলী ঃ

১.১ **রূপকল্প (Vision):**

বাংলাদেশের সীমান্ত নিরাপত্তা রক্ষা. আন্তঃরাষ্ট্র সীমান্ত অপরাধ প্রতিরোধ এবং তদ্‌সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী সম্পাদনের লক্ষ্যে বিজিবি'কে একটি অত্যাধুনিক সু-শৃঙ্খল, সুসংগঠিত ও সুসজ্জিত আধা সামরিক বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলা।

১.২ **অভিলক্ষ্য (Mission):**

১. সীমান্ত রক্ষা।
২. চোরাচালান প্রতিরোধ।
৩. আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা করা ।
৪. জরুরী/যুদ্ধকালীন অবস্থায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে থেকে অর্পিত দায়িত্ব পালন করা।
৫. সরকার কর্তৃক ন্যাস্ত অন্য যে কোন দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা ।

১.৩ **কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives):**

১. সুন্দরবন এলাকায় ১টি ভাসমান বিওপি স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হবে যাতে অন্তত ৩০ কিঃ মিঃ অরক্ষিত জলসীমানা সুরক্ষার আওতায় আনা হবে।
২. ভারত ও মায়ানমারের সীমান্তে ১৮টি বিওপি নির্মাণের মাধ্যমে ১০৯ কিঃমিঃ অরক্ষিত সীমান্ত সুরক্ষার আওতায় আনা হবে।
৩. বাংলাদেশ-মায়ানমার সীমান্তে ২৮৫ কিঃ মিঃ কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ১ম ধাপে শাহপরীর দ্বীপ থেকে গুনধুম পর্যন্ত ৬৩.০৩ কিঃ মিঃ কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ করা হবে।
৪. বিজিবি'র ২টি নতুন ব্যাটালিয়ন স্থাপন করা হবে (কুমিল্লা ও রংপুর সেক্টরের অধীনে)।
৫. বিজিবি'র নিজস্ব এয়ার উইং সৃজনের কার্যক্রম চলমান থাকবে (বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য অপেক্ষামান আছে)।
৬. 'সীমান্ত এলাকায় বিজিবি'র ৬০টি বিওপি নির্মাণ' প্রকল্পের আওতায় চলতি অর্থ বছরে অবশিষ্ট ২০ টি বিওপি'র নির্মাণ কাজ সম্পন্নের মাধ্যমে মোট ৬০টি বিওপি'র নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হবে।
৭. 'বিজিবি সদর দপ্তরে জেসিও ও অন্যান্য পদবীধারীদের জন্য ০২টি ১৫ তলা বিশিষ্ট আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্পটি চলতি অর্থ বছরে শুরু করে আগামী অর্থ বছরে নির্মাণ সম্পন্ন করা হবে।
৮. বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর বিভিন্ন সেক্টর/ব্যাটালিয়নে ১০টি ম্যাগাজিন বিল্ডিং এবং ০৭টি কোয়ার্টার গার্ড পর্যায়ক্রমে নির্মাণ করা হবে।
৯. যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ রুপকল্পের আওতায় প্রতিটি বিজিবি ইউনিটকে ফাইবার অপটিক্যাল নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হবে।
১০. **''অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয়ের মাধ্যমে সীমান্ত নিরাপত্তা শক্তিশালীকরণ''** শীর্ষক প্রকল্প গঠন করা হবে।
১১. বিজিবি'র ০৫ (পাঁচ) হাজার সদস্যদেরকে Border Control Management (BCM) প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ৬৫০ জন বিজিবি সদস্যকে গোয়েন্দা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।
১২. বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর বিভিন্ন ট্রেডে ১ম ধাপে ২০১৬ সালে ৫৮০ জন সৈনিক (পুরুষ-৪৮০ ও মহিলা-১০০) এবং ১৫৩ জন অসামরিক কর্মচারী নিয়োগের কার্যক্রম চলমান এবং ২য় ধাপে শূণ্য আসনের অনুকূলে সিপাহী (জিডি) পদে আনুমানিক ৩৫০ জন পোশাকধারী সৈনিক ভর্তি করা হবে ।

১.৪ **কার্যাবলী (Function):**

১. সক্রিয় কর্তব্য হিসেবে সর্বদা সীমান্তের নিরাপত্তা রক্ষা করা।

২. চোরাচালান, নারী ও শিশু এবং মাদকদ্রব্য পাচার সংক্রান্ত অপরাধসহ অন্যান্য আন্তঃরাষ্ট্র সীমান্ত অপরাধ প্রতিরোধ করা।

৩. যুদ্ধকালীন সময়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে থাকিয়া উক্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করা।

৪. অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে প্রশাসনকে সহায়তা করা।

৫. সরকার কর্তৃক অর্পিত অন্য যে কোন দায়িত্ব সম্পাদন করা।

সেকশন-২

বিজিবি' আউটকাম (Outcome)ঃ

আউটকাম	কার্যসম্পাদন	একক	ভিত্তি বছর ২০১৪-১৫	প্রকৃত ২০১৫-১৬	লক্ষ্যমাত্রা ২০১৬-১৭	প্রক্ষেপন ২০১৭-২০১৮		মন্ত্রণালয়/বিভাগের নির্ধারিত প্রভাব অর্জনের ক্ষেত্রে যৌথভাবে দায়ী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহের নাম	উপাত্তসূত্র
						২০১৭-১৮	২০১৮-১৯		
১। সীমান্ত রক্ষায় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর আভিযানিক কার্যক্রম বৃদ্ধি	[১.১] আভিযানিক কার্যক্রম বৃদ্ধি	সংখ্যা	৩৫৭	৩৮৯	৪০০	৪১৫	৪৩০	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ	
২। চোরাচালান বিরোধী কার্যক্রম বৃদ্ধি	[২.১] টহল কার্যক্রম বৃদ্ধি	সংখ্যা	৬৬৭৫৫০	৫৮১২০৮	৫৮০০০০	৫৮৫০০০	৫৯০০০০	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ	
৩। মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার হ্রাসকরণ	[৩.১] মাদকদ্রব্য আটকের পরিমাণ বৃদ্ধি	সংখ্যা	৬৫৮ কোটি	৮৫২ কোটি	৮০০ কোটি	৮২৫ কোটি	৮৫০ কোটি	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ	
	[৩.২] মাদকদ্রব্যের সাথে জড়িত আসামী আটক বৃদ্ধি করা	সংখ্যা	১৬৭৮	১৮২০	১৫০০	১৫৫০	১৬০০	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ	
	[৩.৩] জনসচেতনতামূলক সভা সেমিনারের আয়োজন বৃদ্ধি করা	সংখ্যা	৭৯৭৫	৮০০০	৮৩০০	৮৪০০	৮৫০০	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ	
৪। মানব পাচার প্রতিরোধ বৃদ্ধি	[৪.১] নারী ও শিশু পাচারকালে উদ্ধার	সংখ্যা	৯৫৪	১২৮১	১৩০০	১৪০০	১৫০০	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ	
	[৪.২] নারী ও শিশু পাচারকারী আটকের সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ	সংখ্যা	১৯	১৬	২০	২১	২২	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ	
৫। দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা করা	[৫.১] বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তার জন্য বিজিবি মোতায়েন বৃদ্ধি করা	সংখ্যা	২০৯০৩ প্লাটুন	৭৩৫৮ প্লাটুন	৬৪৫০ প্লাটুন	৬২৭৫ প্লাটুন	৬৪০০ প্লাটুন	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ	
৬। সীমান্তের বিরোধ নিস্পত্তি করণ	[৬.১] CBMP এর আলোকে সীমান্ত বিরোধ নিস্পত্তির জন্য প্রতিবেশী দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সাথে আভিযানিক কার্যক্রম এবং সমন্বয় বৃদ্ধি করা	সংখ্যা (সমন্বয় সভা)	৬৯০১	৫৪৩৭	৪৪০০	৪৫০০	৪৬০০	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ	
		সংখ্যা (সমন্বিত টহল)	১৪৮২১	১৬৪০৮	৯০০০	১৩০০০	১৩৫০০		

আউটকাম	কার্যসম্পাদন	একক	ভিত্তি বছর ২০১৪-১৫	প্রকৃত ২০১৫-১৬	লক্ষ্যমাত্রা ২০১৬-১৭	প্রক্ষেপন ২০১৭-২০১৮		মন্ত্রণালয়/বিভাগের নির্ধারিত প্রভাব অর্জনের ক্ষেত্রে যৌথভাবে দায়ী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহের নাম	উপাত্তসূত্র
						২০১৭-১৮	২০১৮-১৯		
৭। প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন	[৭.১] জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কে অনুষ্ঠিত সভা	সংখ্যা	০৩ টি	০৫ টি সভা	০৬ টি সভা	০৭ টি সভা	০৮ টি সভা	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ	
	[৭.২] বিজিবি'র বিভিন্ন ট্রেডে জনবল নিয়োগ এবং ধারাবাহিকভাবে মহিলা সদস্য নিয়োগ করা	সংখ্যা (বিভিন্ন ট্রেড)	৩৮৭৯ জন (সিভিল ৩৭৮জন সহ)	পুরুষ- ১১৩৯ জন (ট্রেনিং চলছে)	১ম ধাপে পুরুষ ৪৮০ জন এবং সামরিক কর্মচারী ১৫৩ জন ভর্তির কাজ চলমান এবং ২য় ধাপে শূণ্য পদে ৩৫০ জন সৈনিক ভর্তি করা হবে।	-	-	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ	
		সংখ্যা (মহিলা)	-	৯৮ জন (ট্রেনিং চলছে)	১০০ জন	-	-		
৮। অর্থনৈতিক উন্নয়ন	[৮.১] অর্থ খরচের ব্যাপারে বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক সকল প্রকার শর্ত অনুসরণ করণ	%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ	
	[৮.২] অডিট কার্যক্রমের উন্নয়ন	%	৭৭%	৮০%	৮৮%	৮৯%	৯০%	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ	

সেকশন-৩

কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ ঃ

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কার্যসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	ভিত্তি বছর ২০১৪-২০১৫	প্রকৃত অর্জন ২০১৫-২০১৬	লক্ষ্যমাত্রা/ক্রাইটেরিয়া মান ২০১৬-১৭					প্রক্ষেপন ২০১৭-২০১৮	প্রক্ষেপন ২০১৮-২০১৯
								অসাধারণ ১০০%	অতি উত্তম ৯০%	উত্তম ৮০%	চলতি মান ৭০%	চলতিমানের নিম্নে ৬০%		
১। সীমান্ত রক্ষায় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর আভিযানিক কার্যক্রম বৃদ্ধি	১৩	[১.১] আভিযানিক কার্যক্রম বৃদ্ধি	[১.১.১] পরিচালিত টাস্কফোর্স অপারেশন	সংখ্যা	৮.০০	৩৫৭	৩৮৯	৪০০	৩৬০	৩২০	২৮০	২৪০	৪১৫	৪৩০
			[১.১.২] প্রদানকৃত বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	৫.০০	৯১৯৬	৫০৯৬	৫০০০	৪৫০০	৪০০০	৩৫০০	৩০০০	৫২৫০	৫৫০০
২। চোরাচালান বিরোধী কার্যক্রম বৃদ্ধি	২০	[২.১] টহল কার্যক্রম বৃদ্ধি	[২.১.১] বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সীমান্ত টহল	সংখ্যা	৮.০০	৬৬৭৫৫০	৫৮১২০৮	৫৮০০০০	৫২২০০০	৪৬৪০০০	৪০৬০০০	৩৪৮০০০	৫৮৫০০০	৫৯০০০০
			[২.১.২] ২০টি বিওপি নির্মাণের মাধ্যমে ১৬৯ কিঃমিঃ অরক্ষিত সীমান্ত সুরক্ষার আওতায় আনা কার্যক্রম গ্রহণ	সংখ্যা	৭.০০	১৬ টি	১৯টি	১২টি	১১ টি	১০টি	০৯ টি	০৮টি	-	-
			[২.১.৩] বিজিবি'র ২টি নতুন ব্যাটালিয়ন সৃজন	%	৫.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	১০০%	১০০%
৩। মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার হ্রাসকরণ	১৫	[৩.১] আসামীসহ মাদকদ্রব্য আটকের পরিমাণ ও এবং জনসচেতনতা মূলক কার্যক্রম বৃদ্ধি করা	[৩.১.১] মাদকদ্রব্য আটকের পরিমাণ বৃদ্ধি	সংখ্যা	৫.০০	৬৫৮ কোটি	৮৫২ কোটি	৮০০ কোটি	৭২০ কোটি	৬৪০ কোটি	৫৬০ কোটি	৪৮০ কোটি	৮২৫ কোটি	৮৫০ কোটি
			[৩.১.২] মাদকদ্রব্যের সাথে জড়িত আসামী আটক বৃদ্ধি	সংখ্যা	৫.০০	১৬৭৮	১৮২০	১৫০০	১৩৫০	১২০০	১০৫০	৯০০	১৫৫০	১৬০০
			[৩.১.৩] বৃদ্ধিকৃত জনসচেতনতামূলক সভা/ সেমিনার	সংখ্যা	৫.০০	৭৯৭৫	৮০০০	৮৩০০	৭৪৭০	৬৬৪০	৫৮১০	৪৯৮০	৮৪০০	৮৫০০
৪। মানব পাচার প্রতিরোধ বৃদ্ধি	১০	[৪.১] নারী ও শিশু পাচারকালে উদ্ধার এবং পাচারকারী আটকের সংখ্যা বৃদ্ধি করণ	[৪.১.১] নারী ও শিশু পাচারকালে উদ্ধার	সংখ্যা	৬.০০	৯৫৪	১২৮১	১৩০০	১১৭০	১০৪০	৯১০	৭৮০	১৪০০	১৫০০
			[৪.১.২] নারী ও শিশু পাচারকারী আটক বৃদ্ধিকরণ	সংখ্যা	৪.০০	১৯	১৬	২০	১৮	১৬	১৪	১২	২১	২২

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কার্যসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	ভিত্তি বছর ২০১৪-২০১৫	প্রকৃত অর্জন ২০১৫-২০১৬	লক্ষ্যমাত্রা/ক্রাইটেরিয়া মান ২০১৬-১৭					প্রক্ষেপন ২০১৭-২০১৮	প্রক্ষেপন ২০১৮-২০১৯
								অসাধারণ ১০০%	অতি উত্তম ৯০%	উত্তম ৮০%	চলতি মান ৭০%	চলতিমানের নিম্নে ৬০%		
৫। দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা করা	১০	[৫.১] বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তার জন্য বিজিবি মোতায়েন বৃদ্ধি করা	[৫.১.১] আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষার্থে মোতায়েনকৃত বিজিবি সদস্য	সংখ্যা	৫.০০	২০৭০১ প্লাটুন	৬১৫১ প্লাটুন	৫২০০ প্লাটুন	৪৬৮০ প্লাটুন	৪১৬০ প্লাটুন	৩৬৪০ প্লাটুন	৩১২০ প্লাটুন	৫০০০ প্লাটুন	৫১০০ প্লাটুন
			[৫.১.২] বিভিন্ন প্রকার নির্বাচনে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে মোতায়েনকৃত বিজিবি সদস্য	সংখ্যা	৫.০০	২০২ প্লাটুন	১২০৭ প্লাটুন	১২৫০ প্লাটুন	১১২৫ প্লাটুন	১০০০ প্লাটুন	৮৭৫ প্লাটুন	৭৫০ প্লাটুন	১২৭৫ প্লাটুন	১৩০০ প্লাটুন
৬। সীমান্তের বিরোধ নিস্পত্তি করণ	১০	[৬.১] CBMP এর আলোকে সীমান্ত বিরোধ নিস্পত্তির জন্য প্রতিবেশী দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সাথে আভিযানিক কার্যক্রম এবং সমন্বয় বৃদ্ধি করা	[৬.১.১] বৃদ্ধিকৃত প্রতিবেশী সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সাথে সমন্বয় সভা	সংখ্যা	৫.০০	৬৯০১	৫৪৩৭	৪৪০০	৩৯৬০	৩৫২০	৩০৮০	২৬৪০	৪৫০০	৪৬০০
			[৬.১.২] পরিচালিত প্রতিবেশী সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সাথে সমন্বিত টহল	সংখ্যা	৫.০০	১৪৮২১	১৬৪০৮	৯০০০	৮১০০	৭২০০	৬৩০০	৫৪০০	১৩০০০	১৩৫০০

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দ্যেশ্যের মান	কার্যক্রম	কার্যসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	ভিত্তি বছর ২০১৪-২০১৫	প্রকৃত অর্জন ২০১৫-২০১৬	লক্ষ্যমাত্রা/ক্রাইটেরিয়া মান ২০১৬-১৭					প্রক্ষেপন ২০১৭-২০১৮	প্রক্ষেপন ২০১৮-২০১৯
								অসাধারণ ১০০%	অতি উত্তম ৯০%	উত্তম ৮০%	চলতি মান ৭০%	চলতিমানের নিম্নে ৬০%		
৭। প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন	০৪	[৭.১] Right to Informatin (RTI) এ্যাক্ট অনুসরণ এবং তদানুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ এবং জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করণ	[৭.১.১] ওয়েব সাইটে প্রকাশকৃত Right to Informatin (RTI) এ্যাক্ট অনুসরণ পূর্বক জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের শতকরা হার	সংখ্যা	১.৫০	০৩ টি সভা	০৫ টি সভা	০৬ টি সভা	০৫ টি সভা	০৪ টি সভা	০৩ টি সভা	০২ টি সভা	০৭ টি সভা	০৮ টি সভা
			[৭.১.২] বাস্তবায়ন কমিটির নিকট হতে অনুমোদন গ্রহণকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ২০১৫ প্রস্তুতকরণ	সংখ্যা	১.৫০	০৩ টি সভা	০৫ টি সভা	০৬ টি সভা	০৫ টি সভা	০৪ টি সভা	০৩ টি সভা	০২ টি সভা	০৭ টি সভা	০৮ টি সভা
		[৭.২] বিজিবি বিভিন্ন ট্রেডে জনবল নিয়োগ এবং ধারাবাহিকভাবে মহিলা সদস্য নিয়োগ করা	[৭.২.১] বিজিবি বিভিন্ন ট্রেডে জনবল নিয়োগ এবং ধারাবাহিকভাবে মহিলা সদস্য নিয়োগ করা	সংখ্যা (বিভিন্ন ট্রেড)	১.০০	৩৮৭৯ জন (সিভিল ৩৭৮জন সহ)	পুরুষ-১১৩৯ জন (ট্রেনিং চলছে)	১ম ধাপে পুরুষ ৪৮০ জন এবং সামরিক কর্মচারী ১৫৩ জন ভর্তির কাজ চলমান এবং ২য় ধাপে শূণ্য পদে ৩৫০ জন সৈনিক ভর্তি করা হবে।	-	-	-	-	-	
				সংখ্যা (মহিলা)		-	৯৮ জন (ট্রেনিং চলছে)	১০০ জন	-	-	-	-	-	
৮। অর্থনৈতিক উন্নয়ন করণ	০৩	[৮.১] অর্থ খরচের ব্যাপারে বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক সকল প্রকার শর্ত অনুসরণ করণ এবং সংশ্লিষ্ট অডিট বিষয়ের উন্নয়ন	[৮.১.১] ত্রৈমাসিক অর্থ খরচের প্রতিবেদন	%	১.০০	১০০%	১০০%	১০০%	-	-	-	-	১০০%	১০০%
			[৮.১.২] ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক ঐমাসিক বাজেটের খরচ তদারকি	%	১.০০	১০০%	১০০%	১০০%	-	-	-	-	১০০%	১০০%
			[৮.১.৩] বাৎসরিক অডিট আপত্তি নিরসন	%	১.০০	৭৭%	৮৭%	-	-	৮৮%	-	-	৮৯%	৯০%

অঙ্গীকারনামা

আমি মেজর জেনারেল আজিজ আহমেদ, বিজিবিএম, পিএসসি, জি, মহাপরিচালক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, এর প্রতিনিধি হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর প্রতিনিধি স্বরাষ্ট্র সচিবের নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সচেষ্ট থাকব।

আমি, সিনিয়র সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসেবে মহাপরিচালক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করব।

.....
মহাপরিচালক
বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ
পিলখানা, ঢাকা

২৯/০৬/২০১৬
.....
তারিখ

.....
সিনিয়র সচিব
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

২৯.৬.২০১৬
.....
তারিখ

[Page 10] Final for MOHA (APA) May 2016 10-5-16.docx